সাম্প্রতিক

আই এন এস স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন

বাংলাদেশী নাগরিক

জাকিয়া আফরিন

সংবাদটিকে ঠিক বিনা মেঘে বজ্রপাত বলা যাবেনা। উত্তর কোরিয়া এবং অন্যান্য ১৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের যখন জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে রেজিস্টার করতে বলা হল, আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাদেশীরা চোখ বুজে অপেক্ষা করেছে এই দুঃসময় পেরিয়ে যাবার জন্য। শেষরক্ষা তবু হলোনা। ১৬ জানুয়ারি ২০০৩ 'ইমিগ্রেশন এণ্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসেস' এর এক নোটিশে বাংলাদেশ, কুয়েত, ইন্দোনেশিয়া, মিশর এবং জর্ডানের নাগরিকদের রেজিস্টার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, শংকা, উৎকণ্ঠা কিংবা বিরাগ কেটে যাবার পর আমাদের প্রয়োজন আইনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা। চলুন প্রয়োজনীয় এই নোটিশটি ভালভাবে বুঝে নেই।

কারা রেজিস্টার করবেন?

৫টি দেশ – বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, কুয়েত, মিশর ও জর্ডান এর নাগরিকদের উদ্দেশ্যে প্রণীত এই নোটিশে বলা হয়েছে, সময় স্বল্পতা ও জাতীয় স্বার্থে উক্ত দেশের সকল নাগরিককে রেজিস্টার করতে হবে না।

শুধুমাত্র তারাই রেজিস্টার করবেন –

১. পুরুষদের যাদের জন্ম ১৯৮৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী বা তার আগে; এবং

২. যারা ২০০২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বা তার আগে শেষবারের মত আমেরিকায় প্রবেশ করেছেন এবং

৩. যারা ২০০৩ সালের ২৮ মার্চের পরও আমেরিকায় অবস্থান করবেন।

রেজিস্টার করতে হবে না, যদি –

১. আপনি আমেরিকার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা সিটিজেন হয়ে থাকেন;

২. যদি আপনার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীতার আবেদন ২০০৩ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখে পেণ্ডিং থাকে;

৩. যদি আপনি বাংলাদেশ সরকারের প্রেরিত কর্মকর্তা বা কর্মচারী হয়ে থাকেন;

৪. যদি আপনি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ সরকারের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন।

৫. আপনি নারী হয়ে থাকেন।

উলি-খিত কয়েক গ্রুপ ছাড়া বাংলাদেশী ১৬ বছরের উর্ধ্বে সকল নন ইমিগ্র্যান্ট পুরুষকে আইএনএস-এ রেজিস্টার করতে বলা হয়েছে।

কখন রেজিস্টার করতে বলা হয়েছে ঃ

নোটিশে বলা হয় ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০০৩ থেকে মার্চ ২৮, ২০০৩ এর মধ্যে সকল নন ইমিগ্র্যান্ট ১৬ বছরের উর্ধ্বে পুরুষদের নিজ নিজ শহরে আইএনএস এর অফিসে গিয়ে রেজিস্টার করতে হবে।

রেজিস্ট্রেশনে কি করতে হবে?

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটির মূলতঃ তিনটি ধাপ রয়েছে।

১. সত্য বলার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে একজন ইমিগ্রেশন অফিসারের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি রেকর্ড করা হবে।

২. ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে ট্রাভেল ডকুমেন্ট (পাসপোর্ট, I-94, এবং অন্য যেকোন আইডেন্টিফিকেশন); বাসস্থানের কাগজপত্র (লিজ এগ্রিমেন্ট বা টাইটেল টু ল্যাণ্ড), কোন ইনস্টিটিউশন এ পড়াশোনার ক্ষেত্রে স্পেশাল ডকুমেন্টস এবং প্রয়োজনীয় হলে চাকুরীর প্রমাণ ইত্যাদি প্রস্তুত করতে হবে।

৩. প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং ডকুমেন্টশনের পর আঙ্গুলের ছাপ এবং ছবি তোলা হবে।

পরবর্তী দায়িত্ব ঃ

আইএনএস-এর নির্দেশ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করার পরপরই শেষ হয়ে যাবে না এর জের। কারণ–

১. রেজিস্ট্রেশনের একবছর পরও আপনি যদি আমেরিকায় অবস্থান করেন, রেজিস্ট্রেশনের একবছর পূর্তির দশ দিনের মধ্যে আপনাকে আইএনএস-এ উপস্থিত হতে হবে।

২. রেজিস্ট্রেশনের পর যদি আপনার ঠিকানা বদল হয়, দশদিনের মধ্যে তা আইএনএস-কে জানাতে হবে। কোন কারণে আইএনএস-কে জানানো না হলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

কেন রেজিস্ট্রেশন জরুরী ঃ

আইএনএস-এ রেজিস্ট্রেশন করার এই নির্দেশ অবশ্যই মান্য করতে হবে। যদি কোন কারণে রেজিস্ট্রেশনের আওতাভূক্ত নন ইমিগ্র্যান্ট আইএনএস-এর উক্ত সময়সীমার মধ্যে রেজিস্টার না করেন, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এমনকি ডিপোর্টেশন বা বহিস্কার ঘটতে পারে। তবে এটর্নী জেনারেলের কাছে যথাযথ কারণ দর্শিয়ে দেরী করে রেজিস্টার করা যেতে পারে।

আমেরিকার বাইরে গেলে ঃ

রেজিস্টারকৃত সকল পুরুষ আমেরিকার বাইরে ভ্রমণ করলে অবশ্যই আইএনএস-কে রিপোর্ট করতে হবে।

কিছু তৎপরতা ঃ

বাংলাদেশী নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশনের আওতাভূক্ত করায় বাংলাদেশ সরকারসহ নানা মহল থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধি সংগঠন এবং মানবাধিকার সংস্থা এগিয়ে এসেছে – এই রেজিস্ট্রেশন পলিসির সমালোচনায় ১৬ জানুয়ারি আইএনএস-এর প্রেস ব্রিফিং-এ উপস্থিত থেকে কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স এবং অন্যান্য মুসলিম এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রেস ব্রিফিং-এ আগেকার ঘোষিত দেশগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়ায় প্রতিনিধিরা ছিলেন সন্তুষ্ট। তবে বাংলাদেশী নন ইমিগ্র্যান্টরা এখন তাকিয়ে রয়েছে সরকারী এবং বেসরকারী তৎপরতার দিকে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দিয়েছিলাম, সাম্প্রদায়িক চিহ্নিত করে আমাদের সে অহংকারটুকু যেন কেড়ে নেয়া না হয়, সেটুকুই এখন ভবিষ্যতের কাছে প্রত্যাশা।

অবশ্যই মনে রাখবেন ঃ

১. নারীদের রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই।

২. রেজিস্ট্রেশন না করলে আপনাকে আমেরিকা থেকে বহিস্কার করা হতে পারে।

৩. রেজিস্টার করার পর বাইরে গেলে রিপোর্ট করা জরুরী, তা না হলে পরবর্তীতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে না, এমনকি ভিসা থাকলেও।

৪. নন-ইমিগ্র্যান্ট বলতে F থেকে শুরু করে V অথবা K ভিসার অ্যালিয়েনকেও বোঝানো হচ্ছে। একমাত্র পূর্বে উলি-খিত ব্যক্তিরাই রেজিস্ট্রেশনের আওতামুক্ত। ❑

স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া।